

**SUBJECT: HUMAN DEVELOPMENT (HONOURS)**

**SEMESTER: 6th**

**COURSE CODE: HMDADSE06T**

**ASSIGNED TOPIC:**

**TOPIC- 1**

Different Method of Extension Teaching

- Personal Contact, Group Discussion, Seminars, Symposium, Demonstration, Workshop, Exhibition, Specimens, Models, Tours, Meetings and Literature (i.e. Newspaper, Leaflets, Bulletins, Pamphlets)

**ASSIGNED TO:**

**DR. MAYURAKSHEE GANGOPADHYAY**

Assistant Professor

Department of Human Development

Dum Dum Motijheel College

## HMDADSE06T\_TOPIC1

### Q1. সম্প্রসারণ শিক্ষা পদ্ধতির বিভাজনগুলি লেখো

ইউনিট ৩  
সম্প্রসারণ শিক্ষাদান  
পদ্ধতি

#### ইউনিট ৩ সম্প্রসারণ শিক্ষাদান পদ্ধতি

শিক্ষা মানুষের মাঝে আচার, আচরণ, কথা বার্তা, চালচলন অর্থাৎ সার্বিক ব্যবহারে আশানুরূপ পরিবর্তন আনয়ন করে। সাধারণত মানুষ সকল অবস্থায় এবং সদাসর্বদাই কিছু কিছু শিখে থাকে। এ শিক্ষা একজন অন্যজনের কাছ থেকে দেখে শিখে বা শুনে শিখে। তাছাড়া পরিবেশ থেকেও মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে। মানুষ সাধারণত ৩টি মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে। যথা-অনানুষ্ঠানিক (Informal Education), আনুষ্ঠানিক (Formal Education) এবং উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা (Non-formal Education)।

পরিবারের লোকজন, পাড়াপ্রতিবেশী এবং পরিবেশ থেকে জেনে বা মনের অজান্তে যে শিক্ষা গ্রহণ করা হয় তাকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলে। স্কুল, মাদ্রাসা এবং কলেজের মাধ্যমে যে শিক্ষা দেয়া হয় সেটাকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বলে। এছাড়াও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী এবং অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী মাধ্যম যথা রেডিও, টেলিভিশন, প্রদর্শনী, পোষ্টার, বুলেটিন, সংবাদপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে যে শিক্ষা দেয়া হয় তাকে উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা বলে। এই উপআনুষ্ঠানিক বা Nonformal Education কেই সাধারণত

সম্প্রসারণ শিক্ষা বলা হয়। সম্প্রসারণ শিক্ষা বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ের কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা ম লত: কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর মাধ্যমে দেয়া হয়ে থাকে। একজন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী সর্বদাই কৃষক সমাজে নতুন নতুন প্রযুক্তি এবং ধ্যান ধারণা বিস্তার ঘটানোর জন্য সচেষ্ট থাকে। কিন্তু তবুও কৃষক সবসময় একইভাবে বা একই মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে না। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন মাধ্যমে তাঁর নিজস্ব চাহিদায় সে কোন জিনিস শিখে থাকে। যে মাধ্যমগুলো কৃষকরা বেশি বিশ্বাস করে এবং ব্যবহার করে সে মাধ্যমগুলোর মাধ্যমেই কৃষকদেরকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। সম্প্রসারণ কর্মী একজন প্রশিক্ষক। সম্প্রসারণ কাজের প্রধান প্রধান দর্শনগুলো মনে রেখে তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিত। যেমন- সম্প্রসারণ কর্মীর মনে রাখতে হবে যে খুব বেশি বিষয় অল্প সময়ে কৃষকদের শিখানো বা সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি

তাদের মাঝে বিস্তার ঘটানো সম্ভব নয়। কৃষকদের নিজস্ব যোগ্যতা, জ্ঞান, দক্ষতা, অনুপ্রেরণা, প্রয়োজন, চাহিদা, পরিবেশ ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে তাদের শিক্ষা দানের জন্য একাধিক শিক্ষাদান পদ্ধতি যথা দর্শন, শ্রবন, লিখন ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন প্রদর্শনী খামার, মাঠ দিবস, দলীয় সভা, কৃষক প্রশিক্ষণ, উদ্ভুদ্ধকরণ সফর, কৃষি মেলা ইত্যাদি এবং সহায়ক সামগ্রী যথা চার্ট, ছবি, নমুনা, পোস্টার ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সম্প্রসারণ কর্মীকে সাধারণত: এমন একটি শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে একজন কৃষক তাঁর নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী সঠিক পদ্ধতি অথবা খবরটি জেনে তা ব্যবহার করতে পারে।

এ ইউনিটের বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ কোন্ সম্প্রসারণ শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যবহার করলে সম্প্রসারণ কর্মসূচী সফল হবে তা আলোচনা করতে পারবেন।

#### পাঠ ৩.১ সম্প্রসারণ শিক্ষাদান পদ্ধতির শ্রেণিবিভাগ, পারস্পরিক যোগাযোগ ও গণযোগাযোগের ধারণা ও গুরুত্ব



এ পাঠ শেষে আপনি -

- সম্প্রসারণ শিক্ষাদান পদ্ধতির সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- সম্প্রসারণ শিক্ষাদান পদ্ধতির শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবেন।
- পারস্পরিক যোগাযোগের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যোগাযোগ প্রক্রিয়ার ধাপ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- গণযোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতির ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



শিক্ষাদান পদ্ধতি বলতে সাধারণত: শিক্ষার সৃষ্টি ও স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টির কলা কৌশল বা উপায়কে বুঝায় যা শিক্ষার্থীর ব্যবহারে আশানুরূপ পরিবর্তন আনয়ন করতে সাহায্য করে। তাই

সম্প্রসারণ শিক্ষাদান পদ্ধতি এমন কতগুলো কলা কৌশল যা সম্প্রসারণ কর্মী কৃষকদের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার আচরণে আশানুরূপ পরিবর্তন আনয়নের জন্য যথাযথ ব্যবহার করে থাকেন। মানুষের মন বৈচিত্রময়। সব সময় একই জিনিষ কারও ভাল লাগেনা। তাই শিক্ষার ব্যাপারেও সর্বদা একই পদ্ধতি ব্যবহার কার্যকর হয় না। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের জন্য শিক্ষার বিভিন্ন মাধ্যম প্রযোজ্য হয়। তাই একজন দক্ষ সম্প্রসারণ কর্মী কৃষকের অবস্থা দৃষ্টে বিভিন্ন শিক্ষাদান পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন। তবে পদ্ধতি বাছাই করার সময় সম্প্রসারণ কর্মীকে কৃষকের পূর্বজ্ঞান, শিক্ষার মান, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা, তাঁর চাহিদার ধরণ ইত্যাদি যাচাই করতে হবে। সম্প্রসারণ শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলোকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায় তার মধ্যে প্রধান ২টি। যথা (১) ব্যবহার ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ এবং (২) গঠনভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ।

**(১) ব্যবহার ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ**

ব্যক্তিগত যোগাযোগ	দলীয় যোগাযোগ	গণ যোগাযোগ	পরোক্ষ যোগাযোগ
<ul style="list-style-type: none"> <li>● খামার ও গৃহ পরিদর্শন</li> <li>● অফিস সাক্ষাৎকার</li> <li>● ব্যক্তিগত পত্রালাপ</li> <li>● ফলাফল প্রদর্শনী</li> <li>● টেলিফোন আলাপ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● পদ্ধতি প্রদর্শনী</li> <li>● ভ্রমণ ও মাঠ বক্তৃতা</li> <li>● দলীয় আলোচনা</li> <li>● কৃষক প্রশিক্ষণ</li> <li>● ফলাফল প্রদর্শন সভা</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● রেডিও</li> <li>● টেলিভিশন</li> <li>● মেলা/প্রদর্শনী</li> <li>● পত্র-পত্রিকা</li> <li>● খামার প্রকাশনা</li> <li>● জনসভা</li> <li>● প্রচারাভিযান</li> <li>● পোস্টার</li> <li>● ডিসপ্লে কার্ড</li> <li>● ফোন্ডার</li> <li>● সিনেমা</li> <li>● পাইড</li> <li>● বুলেটিন</li> <li>● লিফলেট</li> <li>● সার্কুলার</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● স্থানীয় নেতা</li> <li>● আদর্শ কৃষক</li> <li>● বন্ধু-বান্ধব</li> <li>● আত্মীয় স্বজন</li> <li>● পাড়া-প্রতিবেশী</li> </ul>

**(২) গঠন ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ**

গম্প্রসারণ শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলোকে ব্যবহার ভিত্তিক এবং গঠনভিত্তিক হিসাবে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। উভয় ভিত্তিতেই এরা ৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত। ব্যবহারভিত্তিক অনুসারে ৪টি হলো: ব্যক্তিগত যোগাযোগ, দলীয় যোগাযোগ, গণযোগাযোগ এবং পরোক্ষ যোগাযোগ। গঠনভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ হলো: লিখন, শ্রবণ, দর্শন এবং শ্রবণ ও দর্শন।

লিখন	শ্রবণ	দর্শন	শ্রবণ ও দর্শন
<ul style="list-style-type: none"> <li>● সংবাদ পত্র</li> <li>● ব্যক্তিগত পত্রালাপ</li> <li>● সার্কুলার লেটার</li> <li>● বুলেটিন</li> <li>● লিফলেট</li> <li>● ফোন্ডার</li> <li>● খামার প্রকাশনা</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● দলীয় আলোচনা</li> <li>● প্রদর্শন ও প্রশিক্ষণ সভা</li> <li>● বক্তৃতা ও জনসভা</li> <li>● বেতার অনুষ্ঠান</li> <li>● টেলিফোন আলাপ</li> <li>● খামার ও গৃহ পরিদর্শন</li> <li>● অফিস সাক্ষাৎকার</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ফলাফল প্রদর্শন</li> <li>● প্রদর্শনী</li> <li>● ডিসপ্লে কার্ড</li> <li>● পোস্টার</li> <li>● চার্ট</li> <li>● বাকবহীন সিনেমা</li> <li>● ফ্লাশ কার্ড</li> <li>● পাইড</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● পদ্ধতি প্রদর্শন</li> <li>● ফলাফল প্রদর্শন সভা</li> <li>● টেলিভিশন</li> <li>● সিনেমা</li> <li>● ডিসআর</li> </ul>

**পারস্পরিক যোগাযোগ ও এর গুরুত্ব**

দুই বা ততোধিক লোকের মাঝে তথ্য, ধারণা, অনুভূতি, ইচ্ছা ইত্যাদি বোধগম্য ভাবে বিনিময় করাকে যোগাযোগ বলা হয়। তাই পারসাপরিক যোগাযোগ একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একে অপরের সাথে তথ্য ও মত বিনিময় করে থাকে। পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে একে অপরকে উদ্বুদ্ধ করে,

উপদেশ দেয় ও অনুপ্রেরণা যোগায় এবং এজন্যই কৃষি সম্প্রসারণ কাজে এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। গবেষণালব্ধ ফলাফল, প্রযুক্তি, ধ্যান ও ধারণা কৃষকদের বিস্তার ঘটানোর ক্ষেত্রে পারস্পরিক যোগাযোগ পৃথিবীর সকল দেশেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মত অনুন্নত দেশে, যেখানে উন্নত ধরনের যান্ত্রিক যোগাযোগের সুবিধা কম। সম্প্রসারণের মূল লক্ষ্য জনগণের জ্ঞান,

দক্ষতা ও ব্যবহারের কাঁচত পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের আর্থিক, সামাজিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। তাই কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীকে যোগাযোগে পারদর্শী হতে হবে যাতে করে সে এর মাধ্যমে জনগণের মাঝে আশানুরূপ পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়। সঠিক পারস্পরিক যোগাযোগই গবেষণাগার ও কৃষকদের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনতে পারে। বিভিন্ন স্তরে যথা গ্রাম, ব্লক, ইউনিয়ন, থানা, জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ে সঠিক যোগাযোগ প্রক্রিয়া গড়ে তোলা অতি আবশ্যিক। কৃষি কাজের উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন প্রয়োজন এবং এর জন্য সরকারী কর্মচারী, কর্মকর্তা এবং জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণ খুবই দরকার। এর জন্যও পারস্পরিক যোগাযোগ অপরিহার্য। এ যোগাযোগ আবার সঠিকভাবে হতে হবে। সঠিকভাবে যোগাযোগ তখনই হবে যখন সঠিক বিষয় সঠিক লোকের নিকট সঠিক সময়ে সঠিকভাবে পৌঁছানো হয়। পারস্পরিক যোগাযোগ তখনই সফল হয় যখন যোগাযোগকারী গ্রাহককে যা বুঝাতে চায় গ্রাহক সেভাবেই বিষয়টি বুঝতে পারে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে। পারস্পরিক যোগাযোগ বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। যথা মৌখিক, টেলিফোন, লিখিত ইত্যাদি।

সঠিকভাবে	যোগাযোগ
সঠিকভাবে যোগাযোগ তখনই হবে যখন সঠিক বিষয় সঠিক লোকের নিকট সঠিক সময়ে সঠিকভাবে পৌঁছানো হয়।	



# HMDADSE06T\_TOPIC 1

## Q2. সম্প্রসারণ শিক্ষার পদ্ধতিগুলি আলোচনা করো।

### Personal contact

পাঠ ৩.২ পারস্পরিক যোগাযোগ-খামার ও গৃহ পরিদর্শন, অফিস সাক্ষাৎকার।

এ পাঠ শেষে আপনি -

- খামার ও গৃহ পরিদর্শনের উদ্দেশ্য এবং এর সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারবেন।
- অফিস সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য এবং এর সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- দলীয় আলোচনার উদ্দেশ্য, এর পরিকল্পনা ও পরিচালনা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

খামার ও গৃহ পরিদর্শন

খামার ও গৃহ পরিদর্শন একটি ব্যক্তিগত যোগাযোগ পদ্ধতি। সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এর মাধ্যমে কৃষকদের খামার ও গৃহের অবস্থা ব্যক্তিগতভাবে ও সরেজমিনে দেখার সুযোগ পান। সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের মাঝে এতে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। ফলে স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত করণ ও এর সমাধান সম্পর্কে পরস্পরের মাঝে আলোচনার সুযোগ ঘটে। খামার ও গৃহ পরিদর্শন নিবর্তিত উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা হয় :

- ◆ সম্প্রসারণ কর্মীর সাথে কৃষকদের ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় ঘটানো।
- ◆ খামার ও গৃহ পরিদর্শনের মাধ্যমে কৃষক এবং তার সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিত করা।
- ◆ কৃষকের চাহিদা মোতাবেক তার সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করা।
- ◆ অনুমোদিত কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে সরেজমিনে আলোচনা ও ব্যাখ্যা দান করা।
- ◆ কৃষক ও তার পরিবারের সদস্যদের মাঝে নতুন প্রযুক্তি বিস্তার ঘটানো এবং তাদেরকে পরিকল্পিত কৃষি কাজে অংশ গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।
- ◆ স্থানীয় নেতা নির্বাচন করা।
- ◆ স্থানীয়ভাবে সভা, সমাবেশ ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।
- ◆ কৃষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- ◆ কৃষকদের মাঝে কৃষি সম্প্রসারণ কাজের জাতীয় নীতিমালা ও কর্মকান্ড সম্পর্কে সরেজমিনে আলোচনা ও ব্যাখ্যা প্রদান করা।
- ◆ এলাকায় সুষ্ঠুভাবে জরিপ পরিচালনা করা

খামার ও গৃহ পরিদর্শনের কাজ কৃতকার্যতার সাথে করতে হলে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীকে অবশ্যই কৃষকদের ভালবাসতে হবে, তাদের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে হবে ও তাদের ভাল কাজের প্রশংসা করতে হবে। সময়মত এলাকার লোকদের কৃষিকাজে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে এবং তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে।

খামার ও গৃহ পরিদর্শনের সুবিধা

- ◆ এর মাধ্যমে সম্প্রসারণ কর্মী জনগণের অবস্থা, সমস্যা এবং মনোভাব সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নিতে পারেন।
- ◆ কৃষি কর্মীর সাথে কৃষকদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়, ফলে কলাকৌশল বিস্তারে সুবিধা হয়।
- ◆ কৃষি উপকরণের চাহিদা নিরূপণ করা সহজ হয়।
- ◆ স্থানীয় নেতা খুঁজে তাদের মাধ্যমে কাজ করণ এবং তাদের সহযোগিতা পাওয়া সহজ হয়।
- ◆ এলাকায় কোন ধরণের সাহায্য সহযোগিতা দরকার, কৃষকদের কোন ধরণের প্রশিক্ষণ দরকার ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায়।

খামার ও গৃহ পরিদর্শনের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করণ সহজ হয়। তবে সময় ও খরচ বেশি লাগে।

- ◆ এলাকায় ফলাফল প্রদর্শনী ও পদ্ধতি প্রদর্শনীর আয়োজন করতে সুবিধা হয়।

#### খামার ও গৃহ পরিদর্শনের সীমাবদ্ধতা

- ◆ এটি ব্যয় বহুল, সময়সাপেক্ষ এবং অনেক সময় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও খামার ও গৃহ পরিদর্শনে যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না।
- ◆ গণমাধ্যমের মত অধিক সংখ্যক কৃষকের সাথে একই সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়ে উঠে না।
- ◆ কৃষকদের চাহিদা ও সময়মত অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য করা সম্ভব হয় না।
- ◆ ক্ষুদ্র ও মাঝারী ধরণের কৃষকদের চেয়ে বড় ধরণের কৃষকদের সাথেই যোগাযোগের প্রবণতা বেশি দেখা যায়।

#### অফিস সাক্ষাৎকার

কৃষক যখন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর অফিসে ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত হয়ে যখন তার নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন তখন তাকে অফিস সাক্ষাৎকার বলে।

কৃষক যখন বিশেষ প্রয়োজনে কোন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ বা পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর সাথে তার অফিসে দেখা করেন তখন তাকে অফিস সাক্ষাৎকার বলা হয়।

সাধারণত কৃষক যখন সহজে অন্য কোন উৎস হতে নির্ভর যোগ্য পরামর্শ বা তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হন তখনই অফিস সাক্ষাৎ করে থাকেন। নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে অফিস সাক্ষাৎকার করা হয়।

- ◆ কোন জরুরী বিষয়ে তাৎক্ষণিক পরামর্শ বা সমস্যা সমাধানের জন্য কৃষক সম্প্রসারণ কর্মীর সাথে অফিসে দেখা করেন।
- ◆ উন্নত জাতের বীজ সংগ্রহ, অন্যান্য প্রযুক্তি গ্রহণ, ব্যাংক বা অন্য উৎস হতে ঋণ গ্রহণ, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করণ, প্রশিক্ষণ ও সভার আয়োজন করণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার জন্যও অফিস সাক্ষাৎকার হয়ে থাকে।

#### অফিস সাক্ষাৎকারের সুবিধা

- ◆ সম্প্রসারণ কর্মীর সময় কম ব্যয় হয় এবং খরচও কম লাগে।
- ◆ অফিসে আসার ফলে কৃষক অফিসের অন্যান্য কর্মীর সাথেও পরিচিত হতে পারেন।
- ◆ সম্প্রসারণ কর্মীর অফিসে যে সকল শিক্ষা উপকরণ যথা পোস্টার, চার্ট, দেয়াল ম্যাপ, মডেল, প্রদর্শনী খামার ইত্যাদি আছে সেগুলো ব্যবহার করে সম্প্রসারণ কর্মী কৃষককে সহজে জটিল বিষয় বুঝাতে পারেন।
- ◆ অফিসে আসার ফলে কৃষকের নেতৃত্বদানের কৌশল বৃদ্ধি পায়।
- ◆ এটি অন্যান্য সম্প্রসারণ শিক্ষাদান পদ্ধতি যথা - খামার ও গৃহ পরিদর্শন, খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন, প্রদর্শনী খামার ইত্যাদির সহায়ক হিসাবে কাজ করে।

#### অফিস সাক্ষাৎকারের সীমাবদ্ধতা

অফিসে আসার ফলে কৃষক অফিসের অন্যান্য কর্মীর সাথেও পরিচিত হতে পারেন। কৃষকের যাওয়াতে অনেক সময় ও টাকা ব্যয় হয়।

- ◆ সম্প্রসারণ কর্মীকে কৃষক অনেক সময় অফিসে নাও পেতে পারেন।
- ◆ কৃষক ঠিকমত তার মাঠের প্রকৃত সমস্যা সম্প্রসারণ কর্মীর নিকট ব্যাখ্যা করতে নাও পারেন।
- ◆ অফিসে বসে অনেক সময় সম্প্রসারণ কর্মী কৃষকের প্রকৃত সমাধান নাও দিতে পারেন।
- ◆ সময়ের অভাবে সম্প্রসারণ কর্মী কৃষকের সাথে ধীরস্থিরভাবে আলোচনা না করে যেন তেন ভাবে তাকে বিদায় করে দিতে পারেন।
- ◆ কৃষকের যাওয়াতে অনেক সময় ও টাকা ব্যয় হয়।
- ◆ অফিসে কৃষক অনেক সময় খোলামেলাভাবে আলোচনা করতে সংকোচ বোধ করতে পারেন।
- ◆ যে কৃষক অফিসে রীতিমত যাতায়াত করতে পারেন কেবলমাত্র তিনিই বেশি উপকৃত হন।

### দলীয় আলোচনা ও এর উদ্দেশ্য Group Discussion



দলীয় আলোচনা ফলপ্রসূ করার জন্য ইহার বিষয় বস্তু, স্থান, সময়, অংশ গ্রহনকারী সংখ্যা ইত্যাদি কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীকে আলোচনার মাধ্যমে আগেই ঠিক করে নিতে হবে।

যে প্রক্রিয়ায় দুই বা ততোধিক লোকের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মনের ইচ্ছা, আকাংখা, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান বা অনুভূতির বিনিময় ঘটে তাকে দলীয় আলোচনা বলে। দলীয় আলোচনায় প্রধানত: তথ্য সরবরাহ করা হয়, তথ্য সংগ্রহ করা হয়, পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, কর্মসূচী মূল্যায়ন করা হয় এবং আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দলীয় আলোচনা আনুষ্ঠানিক সভার মাধ্যমে বা আনুষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমে হতে পারে। দলীয় আলোচনায় বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেমন ব্রেইন ষ্টরমিং, বাজদল, ফিলিপ-৬৬ ইত্যাদি।

ব্রেইন ষ্টরমিং এর মাধ্যমে সবাই যার যা মতবাদ বা যার মাথায় যে চিন্তা আসে তা মুক্তভাবে প্রকাশ করতে পারে। এতে সাধারণভাবে আলোচনার মাধ্যমে সৃজনশীল নতুন ধারণা বা মতামত উদ্ভাবিত হয়। বাজদল পদ্ধতিতে দলীয় সদস্যরা স্বাধীনভাবে মৌমাছির মত গুঞ্জন করে আলোচনা করে এবং নির্বাচিত বিষয়ের উপর একমতে বা সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, ফিলিপ-৬৬ পদ্ধতিতে প্রতিটি দলে ৬ জন লোক থাকে এবং এ ৬ জনকে সাধারণত ৬ মিনিটের মধ্যে তাদের সিদ্ধান্ত দেয়ার সময় দেয়া হয়ে থাকে। উপরোক্ত পদ্ধতি ছাড়া আরও বিভিন্ন প্রকার নিয়মতান্ত্রিক এবং অনিয়মতান্ত্রিক ভাবে দলীয় আলোচনা হতে পারে।

যে ভাবেই হউক না কেন এরূপ দলীয় আলোচনার মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে খোলামেলা আলোচনার সুযোগ ঘটে। সাধারণত মাঠ পর্যায়ের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী কোন নতুন বিষয় বা প্রযুক্তি বিস্তার ঘটান বা এলাকার কোন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে স্থানীয় লোকজনদেরকে নিয়ে আলোচনায় মিলিত হন। কোন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে একক মতামত বা সিদ্ধান্তের চেয়ে দলীয় মতামত বা সিদ্ধান্ত অবশ্যই ভাল এবং গ্রহণযোগ্য। তাই দলীয় আলোচনা কৃষি সম্প্রসারণ কাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

#### দলীয় আলোচনার পরিকল্পনা

দলীয় আলোচনা অনুষ্ঠানের পূর্বে এর সূচী পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। আলোচনা যাতে ফলপ্রসূ হয় সেজন্য অবশ্যই প্রতিটি আলোচনা সভার একটি উদ্দেশ্য থাকা দরকার। দলীয় আলোচনা ফলপ্রসূ না হলে পরবর্তীতে কৃষকগণ দলীয় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করবে। দলীয় আলোচনা আনুষ্ঠানিকভাবে সভার মাধ্যমে করতে হলে পূর্বে থেকেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ঠিক করতে হবে :

- ◆ আলোচনার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু ঠিক করণ।
- ◆ আলোচনার স্থান ও সময় নির্ধারণ করণ।
- ◆ আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের নাম ও ঠিকানা লিপিবদ্ধকরণ।
- ◆ আলোচনা সভার দায়িত্ব পালনের জন্য সভাপতি ঠিক করণ।
- ◆ আলোচনার সময় কোন দর্শনীয় চিত্র বা ছবি প্রদর্শন করতে হলে তা পূর্বে থেকেই ঠিক করণ।
- ◆ আলোচনার প্রধান বিষয় ও সিদ্ধান্ত সমূহ ক্রমাধিকারে বোর্ডে বা অন্য কোন ভাবে লিপিবদ্ধকরণ।
- ◆ দলীয় আলোচনার তারিখ, সময়, স্থান, বিষয়বস্তু ইত্যাদি আলোচনায় অংশগ্রহণকারী লোকদের মধ্যে পূর্বেই প্রচার করণ।
- ◆ আলোচনা শেষে আলোচনার সারসংক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত সমূহ লিপিবদ্ধ করণ এবং সিদ্ধান্ত মোতাবেক যার যা করণীয় সে বিষয়ে তাদেরকে সজাগ করে দেওন।

আলোচনার সময় কোন দর্শনীয় চিত্র বা ছবি প্রদর্শন করতে হলে তা পূর্বে থেকেই ঠিক করতে হয়।

#### দলীয় আলোচনা পরিচালনা

আলোচনা যাতে এক খেয়েমি না হয় সেজন্য মাঝে মাঝে দর্শন সামগ্রী ব্যবহার করতে হবে।

আলোচনা যদি সঠিকভাবে পরিচালিত না হয় তবে তা ভুল হয়ে যায়। ফলে হিতের চেয়ে বিপরীত প্রতিক্রিয়াই অনেক সময় বেশি ঘটে। তাই দলীয় আলোচনা পরিচালনা দক্ষতার সাথে করা দরকার। এ ব্যাপারে আলোচনা সভার নেতা এবং সম্প্রসারণ কর্মীর অনেক করণীয় আছে। দলীয় আলোচনার সভাপতিত্ব সাধারণত স্থানীয় কোন লোক দ্বারা করা উত্তম। ক্ষুদ্রাকৃতির আলোচনায় প্রয়োজনবোধে সম্প্রসারণ কর্মী নিজেও সভাপতিত্ব করতে পারেন। তবে সম্প্রসারণ কর্মী নিজে সভাপতিত্ব করলে তাকে এলাকার লোক হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। আলোচনার প্রথমেই দেখতে হবে আলোচনা সময়মত শুরু হচ্ছে কিনা, আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী সবাই এসেছেন কিনা, বসার ব্যবস্থা ঠিক মত হয়েছে কিনা, আলোচনার বিষয়বস্তু সবার নিকট গুরুত্বপূর্ণ কিনা ইত্যাদি। আলোচনা পরিচালনার সময় যাতে সবাই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন সে ব্যাপারে সম্প্রসারণ কর্মী ও সভাপতির দৃষ্টি রাখতে হবে। আলোচনার বিষয়বস্তু পর্যায়ক্রমে এবং সহজভাবে উপস্থাপন করতে হবে। আলোচনা যাতে এক খেয়েমি না হয় সেজন্য মাঝে মাঝে দর্শন সামগ্রী (ভিজুয়েল এইডস) ব্যবহার করতে হবে। আলোচনার সময় প্রশ্ন করাকে উৎসাহিত করতে হবে। তবে আলোচনা প্রয়োজন ব্যতিত দীর্ঘায়িত করা ঠিক নয়। তাতে অংশ গ্রহণকারীদের আগ্রহ নষ্ট হয়। মনে রাখতে হবে কৃষকদের সময় অনেক ম ল্যবান। তারা অনেক কাজ বাদ দিয়ে দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে আসেন।

#### দলীয় আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে কিনা তা কীভাবে বুঝবেন?

কোন আলোচনা শেষে সভাস্থল ত্যাগ করার পরও যদি আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ সভার বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করতে করতে বাড়ী ফিরেন তাহলে বুঝতে হবে আলোচনায় তারা উৎসাহ ও আনন্দ পেয়েছেন এবং আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। তাছাড়া আলোচনার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তীতে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নির্দিষ্ট কাজকর্ম সময়মত করেন তা হলেও বুঝতে হবে যে আলোচনার ফলাফল ভাল হয়েছে।

#### দলীয় আলোচনার সুবিধা

- ◆ দলীয় আলোচনায় একই সাথে অনেক লোকের সাথে মত বিনিময় করা যায়।
- ◆ জটিল বিষয় সম হ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যায়।
- ◆ এলাকার নির্দিষ্ট স্থানে যেখানে এক সাথে সবাইকে পাওয়া যাবে সেখানেও দলীয় আলোচনা অনুষ্ঠান করা যায়।
- ◆ প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, মাঠ সফর, সভা, মেলা, ইত্যাদির স্থানেও দলীয় আলোচনা করা যায়।
- ◆ দলীয় আলোচনায় কম সময় ও কম খরচ লাগে।
- ◆ দলীয় আলোচনায় নেতা চিহ্নিত করতে সহজ হয়।
- ◆ দলীয় আলোচনায় এলাকার সঠিক সমস্যা এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তিগত সমস্যাও চিহ্নিত করা সহজ হয়।
- ◆ দলীয় আলোচনায় উদ্ভুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া সহজ হয়।
- ◆ দলীয় আলোচনা সবার মধ্যে একটি অংশ গ্রহণকারী মনোভাব বজায় রাখে। ফলে সংশ্লিষ্ট কাজে সবার সহযোগিতা পেতে সুবিধা হয়।
- ◆ দলীয় আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন লোককে কাজ বন্টন করা সহজ হয়।
- ◆ দলীয় আলোচনা পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে।

দলীয় আলোচনায় উদ্ভুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া সহজ হয়।

#### দলীয় আলোচনার সীমাবদ্ধতা

- ◆ দলীয় আলোচনায় অনেক সময় ২/১ জন লোক মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা সহজ নাও হতে পারে।
- ◆ দলীয় আলোচনায় নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণকারী উপস্থিত না থাকলে তা ফলপ্রসূ হয় না।



আলোচনা ঠিকমত পরিচালিত না হলে অনেক সময় দলের মধ্যে কোম্পল লেগে যায়।

- ◆ অনেক ক্ষেত্রে একই সময় সবাইকে একত্রিত করা কঠিন হয়।
- ◆ আলোচনা ঠিকমত পরিচালিত না হলে অনেক সময় দলের মধ্যে কোম্পল লেগে যায়।
- ◆ দলীয় আলোচনা ঠিকমত পরিচালিত না হলে সিদ্ধান্ত নিতে বেশ সময় লেগে যায়।
- ◆ দলীয় আলোচনায় অনেক সময় কারও বিশেষ ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার বিশদ সুযোগ থাকে না।

**সারমর্ম :** কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। পারসাপরিক যোগাযোগ বিজ্ঞভাবে হতে পারে। যথা খামার ও গৃহ পরিদর্শন, অফিস সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা ইত্যাদি। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী যখন ব্যক্তিগতভাবে কৃষকের বাড়ী, খামার ও মাঠ পরিদর্শন করে তাকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে, তাকে খামার ও গৃহ পরিদর্শন বলে। খামার ও গৃহ পরিদর্শনের ফলে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর সাথে কৃষকের ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় ঘটে এবং মাঠ পর্যায়ে কৃষকের অনেক বাস্তব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়। তবে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অনেক সময় সাপেক্ষ এবং এক সাথে অনেককে পরামর্শ বা উপদেশ দেয়া সম্ভব হয় না। অপরদিকে অফিস সাক্ষাৎকার হলো এমন একটি ব্যক্তিগত যোগাযোগ পদ্ধতি যখন কৃষক ব্যক্তিগত ভাবে সম্প্রসারণ কর্মীর অফিসে গিয়ে তার পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে। অফিস সাক্ষাৎকার ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ বিধায় সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয় বহুল। অনেক সময় কৃষক অফিসে গিয়ে সমস্যা সারণ কর্মীকে নাও পেতে পারেন। তবে কৃষক তার সময় সুযোগমত সম্প্রসারণ কর্মীর অফিসে গিয়ে একই সাথে অন্যান্য কাজও করতে পারেন। দলীয় যোগাযোগ হলো এমন একটি পদ্ধতি যখন একই সাথে কয়েক জন কৃষক এবং সম্প্রসারণ কর্মী কৃষকের খামার ও মাঠে অথবা সম্প্রসারণ কর্মীর অফিসে অথবা যে কোন স্থানে সাক্ষাৎ করে আলোচনা করেন এবং সমস্যার সমাধান বের করার জন্য যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দলীয় যোগাযোগ উদ্দেশ্য মূলক ও পরিকল্পিতভাবে পরিচালিত না হলে অনেক সময় দলের লোকের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী লোক সংখ্যা অনেক সময় বেশি হলে তখন তাকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে সময় নির্ধারণ করে দিতে হয়। এরূপ ছোট দলগুলোকে ব্রেইন ষ্টরমিং, বাজসেশন, ফিলিপ-৬৬ ইত্যাদি বলা হয়। এরূপ ছোট ছোট দল থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত সমূহ পরে গুছিয়ে সার সংক্ষেপ বের করা হয়।

# Demonstration, Exhibition, Workshop

## পাঠ ৩.৩ ফলাফল প্রদর্শন, কর্মশালা, সমস্যা ও সমাধান

### এ পাঠ শেষে আপনি-

- ফলাফল প্রদর্শন এর সংজ্ঞা এবং উদ্দেশ্য, ধাপ, সুবিধা, সীমাবদ্ধতা এবং প্রদর্শনকারী কৃষক ও ব্লক সুপারভাইজারের করণীয় কাজ উল্লেখ করতে পারবেন।
- কর্মশালা এর সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, সুবিধা, সীমাবদ্ধতা এবং কর্মশালা আয়োজনে করণীয় কাজগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- সমস্যা এর সংজ্ঞা, সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানের প্রয়োজনীয় ধাপগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ফলাফল প্রদর্শন

নতুন কোন প্রযুক্তি বা কলাকৌশল কৃষক গ্রহণ করার পূর্বে সাধারণত তার বাস্তব ফলাফল সম্পর্কে চাক্ষুষ ধারণা নিতে চায়। দেখার পরই প্রযুক্তি সম্পর্কে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। ফলাফল প্রদর্শনের মাধ্যমে পুরাতন কলাকৌশল বা প্রযুক্তির সাথে নতুন কলাকৌশল বা প্রযুক্তির একটি তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করা যায়। সম্প্রসারণ কর্মী নতুন প্রযুক্তি বা কলাকৌশল সম্পর্কে যতই বলুকনা কেন কৃষকগণ শুধু কথায় বিশ্বাস করার চেয়ে দেখে বিশ্বাস করতে চায়। তাই ফলাফল প্রদর্শন এমন একটি শিক্ষাদান পদ্ধতি যার মাধ্যমে পুরাতন প্রযুক্তি বা কলাকৌশল এর সাথে নতুন প্রযুক্তি বা কলাকৌশল পাশাপাশি ব্যবহার করে পুরাতন প্রযুক্তির চেয়ে নতুন প্রযুক্তি যে বেশি লাভবান বা ভাল তা প্রমাণ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে নতুন কোন ধানের জাত পুরাতন ধানের জাতের চেয়ে বেশি ফলন দেয় এটার প্রমাণ করতে হলে পাশাপাশি দুটি জমিতে (একটি প্রদর্শনী ও অপরটি নিয়মিত) নির্দিষ্ট নিয়মে দু'জাতের ধানই চাষ করতে হবে এবং ধান কাটা ও মাড়াই এর পর উৎপাদন ও খরচের তুলনামূলক মূল্যায়ন করে দেখাতে হবে যে নতুন জাতের ধান পুরাতন জাতের ধানের চেয়ে কতটা লাভবান বা ভাল।

### ফলাফল প্রদর্শনের উদ্দেশ্য

ফলাফল প্রদর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো কোন এলাকায় কোন নির্দিষ্ট উন্নতজাতের প্রযুক্তি কৃষকদের জমিতে প্রয়োগ করা যে সম্ভব এবং তাতে তারা যে লাভবান হবে সে সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মানো। এছাড়াও এলাকাতে চাষাবাদ ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনয়ন করাও ফলাফল প্রদর্শনের উদ্দেশ্য।

### ফলাফল প্রদর্শনের ধাপ

- ◆ প্রদর্শনের জন্য নির্দিষ্ট প্রযুক্তি, এলাকা, চাষী, জমি এবং মাঠগুলো ঠিক করতে হবে।
- ◆ প্রদর্শনের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।
- ◆ প্রযুক্তি সম্পর্কও সকল তথ্যও প্রদর্শনী খামার পরিচালনার জন্য উপকরণাদি সংগ্রহ করতে হবে।
- ◆ প্রদর্শনী মাঠে সাইনবোর্ড দিতে হবে। সাইনবোর্ডের সাইজ সাধারণত জমির পরিমাণ এবং ফসলের ধরনের উপর নির্ভর করবে।
- ◆ প্রদর্শনী মাঠ রাস্তার পাশে এবং যেখান দিয়ে লোকজন বেশি যাতায়াত করে সেরকম স্থানে স্থাপন করতে হবে।
- ◆ প্রদর্শনী খামারের পাশে সভা করার সুবিধা করতে হবে যাতে সেখানে বসে সবাই আলাপ-আলোচনা করতে পারে এবং প্রদর্শনের ফলাফল দেখে তা বিশ্লেষণ করতে পারে।
- ◆ বিভিন্ন সময়ে প্রদর্শনী ক্ষেতের ছবি তুলে রাখতে হবে যাতে তা অন্যত্র দেখান যেতে পারে।
- ◆ প্রদর্শনী খামার পরিচালনায় বিভিন্ন কাজের রেকর্ড এবং খরচের হিসাব রাখতে হবে যাতে এগুলো পরে সবাই মিলে আলোচনা করা যায়।
- ◆ প্রদর্শনী পরিচালনায় বিভিন্ন সময় কী কী সুবিধা এবং অসুবিধা হয় তাও ধারাবাহিকভাবে লিখে রাখতে হবে।

প্রদর্শনী মাঠ রাস্তার পাশে এবং যেখান দিয়ে লোকজন বেশি যাতায়াত করে সেরকম স্থানে স্থাপন করতে হবে।

### ফলাফল প্রদর্শনের সুবিধা

ফলাফল প্রদর্শনের মাধ্যমে সম্প্রসারণ কর্মী ও প্রযুক্তির প্রতি কৃষকদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়।

- ◆ ফলাফল প্রদর্শনী সার্থক হলে কৃষকরা নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে অনুপ্রাণিত হয় এবং এতে তাদের সন্দেহ দূর হয়।
- ◆ উৎসাহী কৃষক ও স্থানীয় নেতা চিহ্নিত করা সহজ হয়।
- ◆ সম্প্রসারণ কর্মী ও প্রযুক্তির প্রতি কৃষকদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়।
- ◆ স্থানীয়ভাবে কলাকৌশল প্রয়োগ এর বাস্তবতা সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়।
- ◆ বিভিন্ন আলোচনা সভার আয়োজনে, ভ্রমণে এবং পথচারীদের জন্য এটি একটি আকর্ষণীয় যায়গা হিসাবে বিবেচিত হয়।
- ◆ প্রযুক্তি উদ্ভাবনকারী গবেষকরা এর মাধ্যমে নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্ব পেতে পারে যা তাদের ভবিষ্যত গবেষণায় প্রয়োজন পড়ে।

### ফলাফল প্রদর্শনের সীমাবদ্ধতা

- ◆ প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা অন্য কোন কারণে ফলাফল প্রদর্শনী ব্যর্থ হলে কৃষকদের মনে নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। ফলে এলাকার লোকের আস্থা অর্জন কঠিন হয়ে পড়ে।
- ◆ এটি ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ। ফলে সম্প্রসারণ কর্মী, কৃষক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের জন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে কষ্টকর হয়।
- ◆ ভাল কৃষক বা প্রদর্শনকারী পাওয়া সব সময় সম্ভব হয় না।
- ◆ প্রদর্শনকারী কৃষক অনেক সময় সম্প্রসারণ কর্মীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং মনে করে যে প্রদর্শনী পরিচালনার সকল দায়দায়িত্ব সম্প্রসারণ কর্মীরই।

### ফলাফল প্রদর্শনকারী কৃষকের করণীয় কাজ

- ◆ প্রদর্শনকারী কৃষকের মানসিকভাবে প্রদর্শনী খামার পরিচালনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।
- ◆ প্রদর্শনী খামার পরিচালনার জন্য সম্প্রসারণ কর্মীর সাথে আলোচনা করে সঠিক জমিটি বরাদ্দ করতে হবে।
- ◆ পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষককে সময়মত জমি তৈরি, সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি প্রয়োগ, উপকরণাদি সংগ্রহ ও প্রয়োগ ইত্যাদি করতে হবে।
- ◆ কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর পরামর্শ মত বিভিন্ন সভার আয়োজন, মাঠ দিবস পালন, প্রযুক্তি মূল্যায়ন ইত্যাদি করতে হবে।
- ◆ মৌসুমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন কাজের সময়স চীমত প্রত্যেকটি কাজ যথারীতি সম্পন্ন করতে হবে।
- ◆ প্রদর্শনী ও নিয়ন্ত্রন প্রটের নকশা তৈরি সহ প্রয়োজনীয় সাইনবোর্ড জমিতে বুলিয়ে রাখতে হবে।
- ◆ প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে বিভিন্নকাজের ধরন, সময়, খরচ ইত্যাদির হিসাব রাখতে হবে।
- ◆ বিভিন্ন সময় পাড়াপ্রতিবেশী এবং অন্যান্য কৃষকদেরকে প্রদর্শনী খামার সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে।
- ◆ এল্যায়নের সময় প্রদর্শনী প্রট ও নিয়ন্ত্রন প্রটের তুলনামূলক হিসাব পত্র সঠিকভাবে করে তা সবাইকে বুঝাতে হবে।

প্রদর্শনী ও নিয়ন্ত্রন প্রটের নকশা তৈরি সহ প্রয়োজনীয় সাইনবোর্ড জমিতে বুলিয়ে রাখতে হবে।

### ফলাফল প্রদর্শনে সম্প্রসারণ কর্মীর করণীয় কাজ

- ◆ প্রয়োজনমত প্রদর্শনকারী কৃষককে যথাযথ উপদেশ দিতে হবে, প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং প্রদর্শনী পরিচালনায় তাকে দক্ষ করে তুলতে হবে।
- ◆ প্রদর্শনীর বিভিন্ন পর্যায়ে এলাকার অন্যান্য কৃষককে শিক্ষা দিতে হবে।



প্রদর্শনী চলাকালে কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে তা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে।

- ◆ প্রদর্শনী খামার নির্বাচন প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন নিয়মকানুন, মাঠ দিবসের ব্যবস্থাকরণ, প্রদর্শনী প্লটের নকশা ও সাইনবোর্ড তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে কৃষককে সাহায্য করতে হবে।
- ◆ নিয়মিত ভাবে (অন্তত সপ্তাহে ১দিন) প্রদর্শনী প্লট পরিদর্শন করতে হবে।
- ◆ প্রদর্শনী চলাকালে কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে তা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ◆ থানা কৃষি অফিসার, বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রদর্শনী প্লট সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে এবং মাঝে মাঝে তাদেরকে নিয়ে প্রদর্শনী প্লট দেখাতে হবে।
- ◆ প্রদর্শনী সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে।
- ◆ বিভিন্ন সভা, আলোচনায়, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রদর্শনী সম্পর্কে প্রচারনা করতে হবে।

### ওয়ার্কশপ

কিছু সংখ্যক কর্মীর কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর শিক্ষা গ্রহণ ও দক্ষতা অর্জনের জন্য সমবেত হয়ে যৌথভাবে কাজ করাকে ওয়ার্কশপ বলে। ওয়ার্কশপ একজন বা একাধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে থাকে। এটি একদিনের জন্য ও হতে পারে বা একাধিক দিন ধরেও চলতে পারে। ওয়ার্কশপের মাধ্যমে সুচিন্তিত এবং সুনির্দিষ্ট মতামত ও বের হয়ে আসে।

### ওয়ার্কশপের বৈশিষ্ট্য

- ◆ ওয়ার্কশপের উদ্দেশ্য ও পর্ব পরিকল্পনা থাকতে হবে।
- ◆ ওয়ার্কশপের স্থান, দিন, অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের তালিকা, ওয়ার্কশপ পরিচালক, ওয়ার্কশপের বিষয় ইত্যাদি পর্বেই ঠিক করতে হবে।
- ◆ ওয়ার্কশপ অনেকগুলো সেশনে বিভক্ত থাকে এবং প্রতিটি সেশনের জন্য উপযুক্ত সময় দিতে হয়।
- ◆ ওয়ার্কশপে কোন বিশেষ জটিল বিষয়ের উপর শিক্ষণও অনুশীলনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত বের করে নিয়ে আসতে হবে।
- ◆ ওয়ার্কশপের মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কর্মসূচী বের করতে হবে।
- ◆ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের ছোট ছোট উপদলে বিভক্ত করে তাদের সবাইকে আলোচনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখার সুযোগ দিতে হবে।
- ◆ ওয়ার্কশপের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

### ওয়ার্কশপের সুবিধা

ওয়ার্কশপের মাধ্যমে কোন জটিল বিষয়ে খুব তাড়াতাড়ি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়।

- ◆ এতে কোন জটিল বিষয়ে খুব তাড়াতাড়ি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়।
- ◆ এতে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা কাজের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়।
- ◆ এতে খরচ ও সময় কম লাগে। ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী সবাই নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পায়।
- ◆ এর মাধ্যমে নতুন নেতা খুঁজে বের করতে সুবিধা হয়।
- ◆ এতে অংশগ্রহণকারী সবাই উদ্বুদ্ধ হয়।

### ওয়ার্কশপের সীমাবদ্ধতা

- ◆ উপযুক্ত ওয়ার্কশপ পরিচালক পাওয়া অনেক সময় অসুবিধা হয়।
- ◆ ওয়ার্কশপ পরিচালক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও দক্ষ না হলে ফলাফল ও ভাল হয় না।

- ◆ ওয়ার্কশপ দীর্ঘায়িত হলে এতে অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তিদের মনযোগ আকর্ষণ ও তাদের কাজে ধরে রাখা অনেকক্ষেত্রে মুশ্কিল হয়।
- ◆ ওয়ার্কশপের আলোচনায় সবাই অংশগ্রহণ না করলে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা মুশ্কিল হয়।
- ◆ এতে একই সাথে একাধিক বিষয় আলোচনা করা সম্ভব হয় না।
- ◆ ওয়ার্কশপের সঠিক যায়গা পাওয়া এবং এটি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ জোগার করা সব সময় সম্ভব হয়না।

### সমস্যা ও সমাধান

কোন কিছুর প্রয়োজনের পরিমাণ এবং তা পাওয়ার মধ্যে যে পার্থক্য থাকে তাকে সমস্যা বলে। সমস্যা ব্যক্তিগত বা দলগত উভয়ই হতে পারে।

সাধারণভাবে সমস্যা হচ্ছে চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে পার্থক্য। প্রতিটি লোকের বা কোন দলের অনেক চাহিদা থাকতে পারে। যে কোন চাহিদার আবার একটি পরিমাণ ও আছে। সব চাহিদা আবার সম্পূর্ণভাবে পূরণ করাও সম্ভব হয় না। তাই চাহিদার যেটুকু পূরণ হয়না তাকেই সাদামাটা ভাষায় সমস্যা বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তির পরিবারের সারা বছর হয়ত খাদ্যের জন্য ৫০ মণ ধানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সে জোগাড় করতে পারে মাত্র ৩০ মণ। ফলে এই যে তার পরিবারে ২০ মণ ধানের ঘাটতি হলো এটাই হলো তার সমস্যা।

অর্থাৎ, সমস্যা = চাওয়া (প্রয়োজন) – পাওয়া

উপরোক্ত উদাহরণটি খুবই সহজ। কিন্তু এমন অনেক সমস্যা আছে যা আবার চিহ্নিত করা ও কঠিন হয়ে পড়ে। তাই সমস্যা চিহ্নিত বা নিরূপণ করা যে কোন লোকের বা কৃষকের বা দলের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ।

### সমস্যা নিরূপণ

সমস্যা নিরূপণ (কৃষিক্ষেত্রে) এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কৃষকগণ তাদের কৃষি বিষয়ক চাহিদা যাচাই করতে পারে। এর মাধ্যমে কৃষকগণ দলীয়ভাবে তাদের সমস্যা সম্পর্কে বিশ্লেষণের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এর উদ্দেশ্য হলো দলীয়ভাবে কৃষকগণ কৃষিকাজের সুনির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করতঃ এর বিশ্লেষণ ও শ্রেণিবিন্যাস করে তার সমাধানের দিকে অগ্রসর হওয়া।

### সমস্যা নিরূপণের বৈশিষ্ট্য

দলীয় সমস্যা নিরূপণের বৈশিষ্ট্য হলো কৃষকগণ নিজেরাই আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের সুপারিশ করবে।

দলীয় সমস্যা নিরূপণ একটি অনানুষ্ঠানিক দলীয় আলোচনা সভার মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। এর বৈশিষ্ট্য হলো কৃষকগণ নিজেরাই আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের সুপারিশ করবে। এ আলোচনায় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী কেবলমাত্র সহায়তা করতে পারেন। এ আলোচনায় যারা অংশগ্রহণ করবেন তারা আর্থসামাজিকভাবে, ফসল চাষাবাদে, সংগঠনের দিক দিয়ে সমপর্যায়ের হতে হবে। অর্থাৎ আলোচনায় অংশ গ্রহণকারীদের ধারা, বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা এবং সমাধানের পথও একইরূপ হতে হবে। সভায় কতজন অংশ গ্রহণ করবে তার ধরাবাঁধা কোন নিয়ম নেই। তবে ২০-৩০ জন হলে ভাল হয়।

### সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের ধাপ

দলীয় সমস্যা নিরূপণ কার্যক্রমকে সূষ্ঠাভাবে পরিচালনার জন্য ৬টি ধাপে ভাগ করা যায়।

- ১। সভা আয়োজন
- ২। বিষয় বর্ণনা
- ৩। সমস্যার তালিকা তৈরি
- ৪। সংকলন ও আলোচনা
- ৫। সমস্যার শ্রেণিবিন্যাস

- ◆ ওয়ার্কশপ দীর্ঘায়িত হলে এতে অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তিদের মনযোগ আকর্ষণ ও তাদের কাজে ধরে রাখা অনেকক্ষেত্রে মুক্ছিল হয়।
- ◆ ওয়ার্কশপের আলোচনায় সবাই অংশগ্রহণ না করলে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা মুক্ছিল হয়।
- ◆ এতে একই সাথে একাধিক বিষয় আলোচনা করা সম্ভব হয় না।
- ◆ ওয়ার্কশপের সঠিক যায়গা পাওয়া এবং এটি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ জোগার করা সব সময় সম্ভব হয়না।



## Exhibition, Poster, Leaflet, Bulletin, Pamphlet,

### পাঠ ৩.৪ গণযোগাযোগ- প্রদর্শনী, পোস্টার, লিফলেট

#### এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রদর্শনী বলতে কী বুঝায়, এর উদ্দেশ্য, এর আয়োজনে করণীয় কাজ, সুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পোস্টার এর সংজ্ঞা, এর বৈশিষ্ট্য, সুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করতে পারবেন।
- লিফলেট বলতে কী বুঝায়, এর সুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

#### প্রদর্শনী (Exhibition)

প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনগণকে কতিপয় বিষয়ের ওপর উন্নত কলাকৌশল, প্রযুক্তি, এদের ব্যবহার পদ্ধতি, উপকারিতা, প্রাপ্তিস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে আকর্ষণীয়ভাবে অবহিত করা হয়। যেমন কৃষি যন্ত্রপাতি ও উপকরণের নমুনা, মডেল, চার্ট, উন্নতজাতের বিভিন্ন ফসলের বীজ ইত্যাদি প্রদর্শনীতে সুন্দরভাবে প্রদর্শন করা হয়। এর ফলে জনগণের মধ্যে প্রদর্শিত প্রযুক্তি, বিষয়, পদ্ধতি ইত্যাদির ওপর আগ্রহ জন্মায়, কৌতুহল সৃষ্টি করে এবং প্রযুক্তি ব্যবহারকারীদের সুবিধা হয়।

#### প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য

- ◆ নতুন প্রযুক্তি, কলাকৌশল, পদ্ধতি, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি সম্পর্কে এলাকার লোককে জানানো এবং সেগুলো ব্যবহার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।
- ◆ কৃষক ব্যতীত অন্যান্য জনসাধারণ যথা ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী, ছাত্র-ছাত্রী, মহিলা অর্থাৎ এলাকার আপামর জনসাধারণের মধ্যে একটি কৌতুহল সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
- ◆ প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনগণের মনে এবং ব্যবহারে পরিবর্তন আনা এবং এলাকায় একটি আনন্দের জোয়ার সৃষ্টি করা।

#### প্রদর্শনী আয়োজনে করণীয় কাজ

- ◆ প্রদর্শনীর জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা, করতে হবে। পরিকল্পনার সময় স্থানীয় লোকজনদের সাথে পরামর্শ করে তাদের প্রয়োজন ও সমস্যা অনুযায়ী প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু ঠিক করতে হবে।
- ◆ প্রদর্শনীর স্থান উন্মুক্ত হতে হবে, যাতায়াতের সুবিধা থাকতে হবে এবং ষ্টল গুলো আকর্ষণীয় করে সাজাতে হবে।
- ◆ প্রদর্শনীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি আগেই জোগাড় করতে হবে।
- ◆ প্রদর্শনীর জন্য এমন লোক ঠিক করতে হবে যাতে তারা সহজ, সরল ও প্রাঞ্চল ভাষায় সবাইকে ঠিক মত বিষয়টি বুঝাতে পারেন।
- ◆ প্রদর্শনী ষ্টল, বিভিন্ন বস্তু ইত্যাদিতে পরিষ্কার করে লেবেল লাগাতে হবে।
- ◆ দর্শকদের মাঝে কাগজ, প্রচার পত্র ইত্যাদি বিলি করতে হবে।
- ◆ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যথা - সংবাদ পত্র, রেডিও, টেলিভিশন, ইত্যাদির মাধ্যমে প্রদর্শনের স্থান, বিষয়, সময়, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রচার করতে হবে।
- ◆ প্রদর্শনীতে আনন্দের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ◆ প্রদর্শনীর ম ল্যায়ন করতে হবে।

#### প্রদর্শনীর সুবিধা

- ◆ এতে একই সাথে ও একই সময়ে অধিক লোক অংশ গ্রহণ করতে পারে।
- ◆ অনেকগুলো প্রদর্শনী একই সাথে এবং একই সময়ে জনগণকে দেখান যায়।

প্রদর্শনীতে একই সাথে ও একই সময়ে অধিক লোক অংশ গ্রহণ করতে পারে।

- ◆ এলাকার জনগণের মধ্যে কৃষি সম্পর্কে একটি উন্নত ধারণার সৃষ্টি হয় এবং চাষাবাদ সম্পর্কে তাদের মাঝে আগ্রহ জন্মে।
- ◆ এলাকায় আপামর জনসাধারণ যথা - যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রী, গৃহিনী, শ্রমিক, কৃষক, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য সবাই বিনা পয়সায় এবং বিনা পরিশ্রমে ও অল্প সময়ে প্রদর্শিত বিষয়ের উপর ধারণা নিতে পারে। এর ফলে এলাকায় কৃষি উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

#### প্রদর্শনীর সীমাবদ্ধতা

- ◆ এটি আয়োজনে বেশ সময় ও খরচ লাগে।
- ◆ অনেক সময় দর্শকদের সকল প্রশ্নের জবাব তাৎক্ষণিকভাবে দেয়া সম্ভব হয়না।
- ◆ অনেক সময় শিক্ষা গ্রহণ করার চেয়ে চিত্তবিনোদনের জন্যই দর্শকগণ বেশি এসে থাকেন।
- ◆ নতুন কলাকৌশল, প্রযুক্তি, পদ্ধতি ইত্যাদি সরাসরি বিস্তার ঘটানো প্রদর্শনীর মাধ্যমে সম্ভব হয় না।

#### পোস্টার

পোস্টার এমন জায়গায় লটকানো বা টাংগানো হয় যেখানে মানুষের সমাগম বেশি বা লোকজন বেশি যাতায়াত করে।

পোস্টার বলতে দেয়াল বা প্রচার পত্রকে বুঝায়। কোন প্রযুক্তি, কলাকৌশল বা যে কোন নতুন জিনিস এর উপর জনসাধারণকে প্রাথমিক ধারণা দেয়ার জন্য সাধারণত পোস্টার ব্যবহার করা হয়। একটি বিশেষ বিষয়ের উপর ছবি ও কিছু অর্থবহুল সহজ-সরল শব্দ একসিট শব্দ কাগজ বা হার্ডবোর্ড বা কার্ডবোর্ড এর উপর লিখে তা ব্যবহার করলে তাকে পোস্টার বলা হয়। এটি এমন জায়গায় লটকানো বা টাংগান হয় যেখানে মানুষের সমাগম বেশি বা লোকজন বেশি যাতায়াত করে। পোস্টার এর মাধ্যমে এমন তথ্য প্রদান করা হয় যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং জনগণ তদানুযায়ী কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। পোস্টারের প্রধান উদ্দেশ্য হলো পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তাকে সচেতন করা এবং বিষয়টির উপর আগ্রহের সৃষ্টি করা।

#### পোস্টারের বৈশিষ্ট্য

- ◆ একটি পোস্টারে কেবলমাত্র একটি বিষয়ের উপরই প্রাথমিক ধারণা দিতে হবে।
- ◆ পোস্টারে ছবি ব্যবহার করা এবং তা রঙ্গিন হওয়া প্রয়োজন।
- ◆ পোস্টারে কম কথা লিখতে হবে এবং তা সংক্ষিপ্ত, আকর্ষণীয় এবং সহজ-সরল হওয়া প্রয়োজন।
- ◆ পোস্টারের লিখাগুলো খুবই পরিষ্কার এবং স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।
- ◆ পোস্টারের বক্তব্য যাতে পথিক বা জনগণ এক পলকে বুঝতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- ◆ ছবির মাধ্যমে পোস্টারের ধারণাটি উপস্থাপন করা উত্তম।

মনে রাখতে হবে মানুষ পোস্টার দেখার জন্য রাস্তায় চলাচল করেনা বা হাট-বাজারে যায় না। সে তার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ করার সময় অন্যান্য জিনিসের সাথে পোস্টার দেখে। এরই মধ্যে যে পোস্টারটি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা সে বেশ কিছুক্ষণ দেখে এবং এর উপর চিন্তা করে এবং প্রয়োজনে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়। একথা মনে রেখেই পোস্টার তৈরি করতে হবে।

#### পোস্টার তৈরি করার পদ্ধতি

পোস্টার তৈরি করার পূর্বে চিন্তা করতে হবে এটি কাকে উদ্দেশ্য করে তৈরি করতে হবে এবং এতে কী তথ্য থাকবে।

- ◆ পোস্টার তৈরি করার পূর্বে চিন্তা করতে হবে এটি কাকে উদ্দেশ্য করে তৈরি করতে হবে এবং এতে কী তথ্য থাকবে।
- ◆ যে তথ্য পোস্টারে দেয়া হবে সে সম্পর্কে একটি কাগজে কতগুলো অর্থবহুল সহজ-সরল শব্দ এবং ছবি রাখতে হবে।
- ◆ তথ্যগুলো আকর্ষণীয় এবং শ্লোগান আকারে উপস্থাপন করতে হবে।
- ◆ পোস্টারের রং হবে আকর্ষণীয়, অক্ষরগুলো হবে স্পষ্ট এবং দূর থেকে দৃশ্যমান হতে হবে।

- ◆ পোস্টারের সাইজ ৬০ সে.মি. × ৫০ সে.মি. হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে অবস্থানগত কারণে এর আকার ছোট বড়ও হতে পারে।

#### পোস্টারের ব্যবহার

- ◆ পোস্টার সাধারণত গাছ, লাইট পোস্ট, বেড়া দেয়াল ইত্যাদিতে হাট-বাজার বা যেখান দিয়ে লোক বেশি চলাচল করে সেরূপ জায়গায়ই লাগাতে হবে।
- ◆ পোস্টার অন্য কোন যোগাযোগ পদ্ধতির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়না। এটি অন্যান্য যোগাযোগ পদ্ধতির পরিপন রক হিসাবে কাজ করে।
- ◆ পোস্টার এরূপ উঁচুতে বসাতে হবে যেন এটি সহজেই চলাচলকারী লোকের নজরে পড়ে।

#### পোস্টারের সুবিধা

- ◆ অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় এবং তথ্য পৌছানো যায়।
- ◆ এটিতে তুলনাম লকভাবে খরচ কম হয়।
- ◆ এটি কোন বিষয়ের উপর প্রাথমিক ধারণা দেয়া এবং জনগণের মধ্যে আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টি করার একটি উত্তম উপায়।
- ◆ এটি যে কোন সময় যে কোন জায়গায় ব্যবহার করা যায়।
- ◆ নিরক্ষর লোকদের মাঝেও পোস্টারের মাধ্যমে কৌতূহল ও জানার আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়।

পোস্টারের মাধ্যমে অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় এবং তথ্য পৌছানো যায়।

#### পোস্টারের সীমাবদ্ধতা

- ◆ পোস্টারের আবেদন সবার নিকট আকর্ষণীয় ও বোধগম্য নাও হতে পারে।
- ◆ পোস্টার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে বা অন্য কেউ ছিড়ে ফেলতে পারে।
- ◆ পোস্টার অনেক সময় ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।
- ◆ পোস্টারে লিখা বেশি হলে তা নিরক্ষর লোকের নিকট বুঝা কষ্টকর হয়।

#### লিফলেট

এক পৃষ্ঠার একটি কাগজে কোন বিষয়ের ওপর তথ্য সংক্ষেপে তুলে ধরে তা জনগণের নিকট প্রচার করা হলে তাকে লিফলেট বলে। যেমন ধান একটি ফসল। ধানের হিস্পা পোকা দমনের ওপর একটি লিফলেট তৈরি করে তা কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা যেতে পারে। অথবা সারের ব্যবহার বিধি সম্পর্কে তথ্য সংক্ষেপে লিখে তা প্রচার করা যেতে পারে ইত্যাদি।

এক পৃষ্ঠার একটি কাগজে কোন বিষয়ের ওপর তথ্য সংক্ষেপে তুলে ধরে তা জনগণের নিকট প্রচার করা হলে তাকে লিফলেট বলে।

#### লিফলেটের সুবিধা

- ◆ তুলনাম লকভাবে কম খরচ লাগে।
- ◆ একই সাথে অনেক লোকের নিকট পৌছানো যায়।
- ◆ ঠিক সময়মত সঠিক তথ্য লিখিত আকারে কৃষকদেরকে অবহিত করানো যায়।
- ◆ লিখিত আকারে বক্তব্য প্রচারের ফলে জনগণের মাঝে কৌতূহল ও উৎসাহ বাড়ে।
- ◆ লিফলেট একজন পড়ে অন্যজনকে শেখাতে পারে এবং দিতে পারে।

#### লিফলেটের সীমাবদ্ধতা

- ◆ যারা লেখা-পড়া জানেনা তারা খুব বেশি আগ্রহ নাও দেখাতে পারে।
- ◆ কেউ কেউ এটি ব্যবহার না করে যেকোন স্থানে ফেলে রাখতে পারে।

- ◆ শুধু লিফলেটের মাধ্যমে জনগণ বিষয়টির ওপর পুরাপুরি জ্ঞান অর্জন নাও করতে পারে। তাই এর সাথে অন্যান্য মাধ্যমও ব্যবহার করতে হবে।



## পাঠ ৩.৫ কৃষক সম্মেলন,

## Seminar, symposium, meetings

## কৃষক সম্মেলন

একদল কৃষক কোন বিষয়ে আলোচনা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে একত্রিত হওয়াকে কৃষক সম্মেলন বলে। কৃষক সম্মেলন বিভিন্ন কারণে হতে পারে। যেমন কোন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো, নতুন কোন প্রযুক্তি বা ধ্যান ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা, এলাকায় কৃষি বিষয়ে কোন উন্নয়নমূলক কাজে সবাইকে সম্পৃক্ত করার জন্য আলোচনা করা ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকার কৃষক কোন নির্দিষ্ট প্রযুক্তি বা যে কোন বিষয়ে বৃহত্তর পরিসরে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য ও কৃষক সম্মেলন ডাকতে পারে। কৃষক সম্মেলন প্রয়োজন বোধে স্থানীয়ভাবে, আঞ্চলিকভাবে এবং জাতীয় পর্যায়েও আয়োজন করা যেতে পারে।

## কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ধাপ

- ◆ সম্মেলনে আলোচনার জন্য বিষয় ঠিক করতে হবে।
- ◆ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী কৃষকদের তালিকা তৈরি করতে হবে।
- ◆ সম্মেলনের স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করতে হবে।
- ◆ সম্মেলন পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন কমিটি ও নেতা ঠিক করতে হবে।
- ◆ আমন্ত্রিত অতিথি ও অংশগ্রহণকারী কৃষকদের দাওয়াতপত্র ঠিকমত পৌঁছাতে হবে।
- ◆ সম্মেলন চলাকালিন বিভিন্ন বিষয়ের উপর যে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- ◆ সম্মেলনের কার্যবিবরণী লিখিত আকারে প্রকাশ করতে হবে এবং তা বাস্ বায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

## কৃষক সম্মেলনের উপকারিতা

- ◆ কৃষক সম্মেলনের ফলে অনেক জটিল বিষয়ে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়।
- ◆ সংশ্লিষ্ট সকল কৃষকের সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশ গ্রহণের ফলে যে কোন কাজ বাস্তবায়ন সহজ হয়।
- ◆ সকল কৃষকের মাঝে যোগাযোগ বৃদ্ধি হয় এবং দ্রুত খবর আদান-প্রদান ঘটে, লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর সহজ হয়, এবং নতুন চিন্তা-চেতনা জাগরিত হওয়ার সুযোগ ঘটে।
- ◆ কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর কাজ অনেক সহজ হয়।
- ◆ কৃষকদের মাঝে অনুপ্রেরণা আসে।
- ◆ কৃষকরা সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার সুযোগ পায়।
- ◆ কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকরা সরকারী ও বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠানের সাথে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাদের ন্যায্য দাবী দাওয়া পেস করার সুযোগ পায়।

কৃষক সম্মেলনের মাধ্যমে কৃষকরা সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার সুযোগ পায়।